

# শস্য বিন্যাস-ভিত্তিক সমন্বিত সার ব্যবস্থাপনা



## রচনায় ও সম্পাদনায়

- ✚ মো: নাঈম আহমেদ  
বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা
- ✚ ড. আমিনুল ইসলাম  
প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা
- ✚ ড. যতীশ চন্দ্র বিশ্বাস  
মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা

## প্রকাশনায়

মৃত্তিকা বিজ্ঞান বিভাগ  
বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট,  
গাজীপুর-১৭০১।



## ভূমিকা

বাংলাদেশ একটি কৃষি প্রধান দেশ। কৃষি উৎপাদনের জন্যে সারের যথাযথ ব্যবহার খুব গুরুত্বপূর্ণ। বিভিন্ন ফসলের সারের চাহিদা বিভিন্ন রকম। তদুপরি একটি ফসল জমিতে ব্যবহৃত সার সম্পূর্ণরূপে ব্যবহার করতে পারে না। তাই ফসল বিণ্যাস ভিত্তিক সার ব্যবস্থাপনা জমিতে প্রয়োগকৃত সারের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করতে পারে। শস্য বিণ্যাস অনুসরণ করে জমি চাষ করলে আমরা প্রথম ফসলে ব্যবহৃত সারের প্রভাব পরবর্তী ফসলে অনেকটাই পেয়ে থাকি। আমাদের দেশে অনেক গুলি শস্য বিণ্যাস অনুসরণ করে কৃষকেগণ চাষাবাদ করে আসছেন। এ রকম কিছু বহুল ব্যবহৃত ধান ভিত্তিক শস্য বিন্যাসের সার ব্যবস্থাপনা দেওয়া হল।

## বোরো-পতিত-রোপা আমন

উফশী বোরো ধানের জন্য বিঘা (৩০ শতক) প্রতি ৬৭০ কেজি শুকনো গোবর বা সমপরিমাণ যে কোন জৈব সার প্রয়োগের সাথে সমন্বয় করে প্রতি বিঘায় মোট ২৩ কেজি ইউরিয়া, ৪.৬৫ কেজি টিএসপি, ৮ কেজি এমওপি, ৮.৪ কেজি জিপসাম এবং ৪০০ গ্রাম জিঙ্ক সালফেট সার প্রয়োগ করতে হবে। এ শস্য বিন্যাসের উফশী রোপা আমনের জন্য প্রতি বিঘায় ২৩ কেজি ইউরিয়া, ২ কেজি টিএসপি, ৪ কেজি এমওপি এবং ৪ কেজি জিপসাম সার প্রয়োগ করতে হবে। দস্তা সারের প্রয়োজন হলে শুধুমাত্র বোরো মওসুমে হেক্টর প্রতি ৪০০ গ্রাম জিঙ্ক সালফেট প্রয়োগ করতে হবে। প্রযুক্তি কৃষি পরিবেশ অঞ্চল-১৯ এর কিশোরগঞ্জ, হবিগঞ্জ, বি-বাড়িয়া, কুমিল্লা, চাঁদপুর, বৃহত্তর নোয়াখালী, নরসিংদী, নারায়নগঞ্জ, ঢাকা, শরিয়তপুর, মাদারিপুর, গোপালগঞ্জ এবং বরিশাল জেলার মাঝারি বুনটের (দো-আঁশ, পলি দো-আঁশ, পলি) মাটির জন্য প্রযোজ্য।

## বোরো-ঐধগা-রোপা আমন

বোরো ধানের জন্য বিঘা (৩০ শতক) প্রতি ৬৭০ কেজি গোবর বা সমপরিমাণ যে কোন জৈব সারের সংগে সমন্বয় করে প্রতি বিঘায় ২৩ কেজি ইউরিয়া, ৬.৭ কেজি টিএসপি, ৪ কেজি এমওপি এবং ৮.৩ কেজি জিপসাম সার প্রয়োগ করতে হবে। বোরো মওসুমে ফসল কাটার পর ঐধগা বুনতে হবে। ঐধগার বয়স ৫০-৫৫ দিন হলে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে এবং প্রতি বিঘায় ১০ কেজি ইউরিয়া, ২ কেজি টিএসপি, ২ কেজি এমওপি এবং ২ কেজি জিপসাম সার দিতে হবে। যদি দস্তা সারের প্রয়োজন হয়, তবে এই শস্য বিন্যাসের প্রথম ফসল বোরো মওসুমে বিঘা প্রতি ৪০০ গ্রাম জিঙ্ক সালফেট প্রয়োগ করতে হবে। কৃষি পরিবেশ অঞ্চল-১১ এর নবাবগঞ্জ, রাজশাহী, দক্ষিণ পাবনা, কুষ্টিয়া, মেহেরপুর, চুয়াডাঙ্গা, ঝিনাইদহ, মাগুরা, যশোর, সাতক্ষীরা, খুলনা এবং নওগাঁ ও নড়াইল জেলার কিছু অংশ; কৃষি অঞ্চল-২৫ এর

দিনাজপুর, গাইবান্ধা, জয়পুরহাট, বগুড়া, নওগাঁ, সিরাজগঞ্জ ও নাটোর জেলা এবং কৃষি অঞ্চল-২৮ এর ঢাকা, গাজীপুর, নরসিংদী, নারায়নগঞ্জ, টাংগাইল, ময়মনসিংহ এবং কিশোরগঞ্জ জেলার পলি এঁটেল দো-আঁশ, এঁটেল দো-আঁশ, বেলে এঁটেল দো-আঁশ, বেলে দো-আঁশ, দো-আঁশ এবং এঁটেল মাটির জন্য প্রযোজ্য।

## গম-পতিত-রোপা আমন

এ শস্য বিন্যাসের প্রথম ফসল গমে বিঘা (৩০ শতক) প্রতি ৬৭০ কেজি গোবর অথবা সমপরিমাণ যে কোন জৈব সার প্রয়োগ করতে হবে। জৈব সার থেকে প্রাপ্ত খাদ্য উপাদানসহ প্রতি বিঘায় ২৩ কেজি ইউরিয়া, ৪ কেজি টিএসপি, ১০ কেজি এমওপি এবং ১.৪ কেজি বোরিক এসিড (বোরন সার) সার দিতে হবে। রোপা আমনে ২৬ কেজি ইউরিয়া, ২ কেজি টিএসপি, ৬ কেজি এমওপি, ১৭ কেজি জিপসাম এবং ৪০০ গ্রাম জিঙ্ক সালফেট সার প্রয়োগ করতে হবে। প্রযুক্তি কৃষি পরিবেশ অঞ্চল-১ এর পঞ্চগড় ও ঠাকুরগাঁ জেলার অধিকাংশ এবং দিনাজপুর জেলার উত্তর ও পশ্চিমাংশের মোটা বুনটের (বেলে দো-আঁশ, দো-আঁশ বেলে) মাটির জন্য প্রযোজ্য।

## গম-ঐধগা-রোপা আমন

এ শস্য বিন্যাসের প্রথম ফসল গমে বিঘা (৩০ শতক) প্রতি ৬৭০ কেজি গোবর অথবা সমপরিমাণ যে কোন জৈব সার প্রয়োগ করতে হবে এবং জৈব উৎস হতে প্রাপ্ত খাদ্য উপাদান সমন্বয় করে গম আবাদের জন্য হেক্টর প্রতি ২৩ কেজি ইউরিয়া, ৪ কেজি টিএসপি, ১০ কেজি এমওপি এবং ১.২ কেজি বোরিক এসিড (বোরন সার) সার প্রয়োগ করতে হবে। গম কাটার পর মে মাসের তৃতীয় অথবা চতুর্থ সপ্তাহে এক চাষ দিয়ে ঐধগার বীজ বপন করতে হবে এবং ৫০-৫৫ দিন বয়সের ঐধগা গাছ চাষ দিয়ে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে। রোপা আমন ধান আবাদের জন্য ১২ কেজি ইউরিয়া, ৩ কেজি টিএসপি ও ৬ কেজি এমওপি সার প্রয়োগ করতে হবে। যদি প্রয়োজন হয় তবে বিঘা প্রতি ১৭ কেজি জিপসাম এবং ৪০০ গ্রাম জিঙ্ক সালফেট সার আমনের জমিতে প্রয়োগ করতে হবে। প্রযুক্তি কৃষি পরিবেশ অঞ্চল-১ এর পঞ্চগড় ও ঠাকুরগাঁ জেলার অধিকাংশ এবং দিনাজপুর জেলার উত্তর ও পশ্চিমাংশের মোটা বুনটের (বেলে দো-আঁশ, দো-আঁশ বেলে) মাটির জন্য উপযোগী।

## গম-মুগডাল-রোপা আমন

এ শস্য বিন্যাসের প্রথম ফসল গমে বিঘা (৩০ শতক) প্রতি ৬৭০ কেজি গোবর অথবা সমপরিমাণ অন্য জৈব সার প্রয়োগ করতে হবে। জৈব সার থেকে প্রাপ্ত খাদ্য উপাদান সমন্বয় করে বিঘায় প্রতি ২০ কেজি ইউরিয়া, ৭ কেজি টিএসপি, ৪.৫ কেজি এমওপি, ২.৩ কেজি জিপসাম সার প্রয়োগ করতে হবে। সার ছাড়া মুগডাল

চাষ করে ফল সংগ্রহ শেষে মুগ গাছ চাষ দিয়ে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে এবং রোপা আমন চাষের জন্য ১৫ কেজি ইউরিয়া, ২ কেজি টিএসপি ও ২ কেজি এমওপি সার ব্যবহার করতে হবে। গন্ধক ও দস্তা সারের প্রয়োজন হলে সমগ্র শস্য চক্রের মধ্যে শুধু রোপা আমনে ১৩ কেজি জিপসাম এবং ৪০০ গ্রাম জিঙ্ক সালফেট একবার প্রয়োগ করলেই চলবে। প্রযুক্তি কৃষি পরিবেশ অঞ্চল-১১ এর নবাবগঞ্জ, রাজশাহী, দক্ষিণ পাবনা, কুষ্টিয়া, মেহেরপুর, চুয়াডাঙ্গা, ঝিনাইদহ, মাগুরা, যশোর, সাতক্ষীরা, খুলনা জেলা এবং নওগাঁ ও নড়াইল জেলার কিছু অংশের বেলে দো-আঁশ, দো-আঁশ, এঁটেল দো-আঁশ, মাটির জন্য প্রযোজ্য।

## সরিষা-মুগডাল-রোপা আমন

সরিষার জন্য বিঘা (৩০ শতক) প্রতি ৬৭০ কেজি গোবর অথবা সমপরিমাণ অন্য জৈব সার প্রয়োগ করতে হবে। জৈব সার থেকে প্রাপ্ত খাদ্য উপাদান সমন্বয় করে সরিষার জন্য হেক্টর প্রতি মোট ৩৫ কেজি ইউরিয়া, ১৭ কেজি টিএসপি, ৮ কেজি এমওপি এবং ১ কেজি বোরিক এসিড (বোরন সার) প্রয়োগ করতে হবে। সরিষা ফসল সংগ্রহের পর পরই জমি এক চাষ দিয়ে সার ছাড়া মুগ ডালের বীজ বপন করতে হবে এবং মুগ কলাই সংগ্রহ সাপেক্ষে পরবর্তী আমন ধান রোপনের প্রায় ৭/৮ দিন আগে মুগ গাছ চাষ দিয়ে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে। রোপা আমন ধান চাষে ১৫ কেজি ইউরিয়া, ৩ কেজি টিএসপি, ২ কেজি এমওপি এবং ২ কেজি জিপসাম সার প্রয়োগ করতে হবে। যদি জমিতে দস্তা সারের প্রয়োজন হয়, তবে বিঘা প্রতি ৪০০ গ্রাম জিঙ্ক সালফেট আমন মওসুমে প্রয়োগ করতে হবে। প্রযুক্তি কৃষি পরিবেশ অঞ্চল-১১ এর নবাবগঞ্জ, রাজশাহী, দক্ষিণ পাবনা, কুষ্টিয়া, মেহেরপুর, চুয়াডাঙ্গা, ঝিনাইদহ, মাগুরা, যশোর, সাতক্ষীরা, খুলনা জেলা এবং নওগাঁ ও নড়াইল জেলার কিছু অংশের বেলে দো-আঁশ, দো-আঁশ, এঁটেল দো-আঁশ, মাটির জন্য উপযুক্ত।

## গোল আলু-রোপা আউশ-রোপা আমন

এ শস্য বিন্যাসের প্রথম ফসল গোল আলুতে বিঘা (৩০ শতক) প্রতি ৬৭০ কেজি গোবর অথবা সমপরিমাণ অন্য জৈব সার প্রয়োগ করতে হবে। জৈব সার থেকে প্রাপ্ত খাদ্য উপাদান সমন্বয় করে গোল আলু চাষের জন্য মোট ৩৫ কেজি ইউরিয়া, ১৩ কেজি টিএসপি, ২১ কেজি এমওপি ও ৮ কেজি জিপসাম সার প্রয়োগ করতে হবে। এ শস্য চক্রের দ্বিতীয় ও তৃতীয় ফসল যথাক্রমে রোপা আউশ ও আমন ধানে ২০ কেজি ইউরিয়া, ২.৫ কেজি টিএসপি এবং ৪ কেজি এমওপি সার প্রয়োগ করতে হবে। যদি জমিতে সালফার ও দস্তা সারের প্রয়োজন হয়, তবে বিঘা প্রতি ৩ কেজি করে জিপসাম এবং প্রতি ৪০০ গ্রাম করে জিঙ্ক সালফেট সার আউশ ও আমন মওসুমে প্রয়োগ করতে হবে।

প্রযুক্তি কৃষি পরিবেশ অঞ্চল-১৯ এর কিশোরগঞ্জ, হবিগঞ্জ, বি-বাড়িয়া, কুমিল্লা, চাঁদপুর, বৃহত্তর নোয়াখালী, নরসিংদি, নারায়নগঞ্জ, ঢাকা, শরিয়তপুর, মাদারিপুর, গোপালগঞ্জ এবং বরিশাল জেলার মাঝারি বুনটের (দো-আঁশ, পলি দো-আঁশ, পলি) মাটির জন্য উপযুক্ত।

### বুশবিন-রোপা আউশ-রোপা আমন

বুশবিন চাষের জন্য বিঘা (৩০ শতক) প্রতি ১৬ কেজি ইউরিয়া, ২০ কেজি টিএসপি, ৩ কেজি এমওপি এবং ৪ কেজি জিপসাম সার ব্যবহার করতে হবে। রোপা আউশের সময় বুশবিনের খড় এবং রোপা আমনের বেলায় বিঘা প্রতি ৫৩০-৬৭০ কেজি আউশ ধানের খড় (শুকনো ওজন ভিত্তিতে) প্রয়োগ করতে হবে। জৈব সার থেকে প্রাপ্ত খাদ্যোপাদান সমন্বয় করে রোপা আউশ আবাদে বিঘা প্রতি মোট ১২ কেজি ইউরিয়া, ৩.৩ কেজি টিএসপি, ৩ কেজি এমওপি ও ১ কেজি জিপসাম সার প্রয়োগ করতে হবে। রোপা আমন ধানের জন্য ১৪ কেজি ইউরিয়া, ২.৫ কেজি টিএসপি, ৩ কেজি এমওপি ও ৩ কেজি জিপসাম সার প্রয়োগ করতে হবে। প্রযুক্তি কৃষি পরিবেশ অঞ্চল-২৮ এর ঢাকা, গাজীপুর, নরসিংদি, নারায়নগঞ্জ, টাংগাইল, ময়মনসিংহ এবং কিশোরগঞ্জ জেলার দো-আঁশ মাটির জন্য উপযুক্ত।

### বোরো-রোপা আউশ-রোপা আমন

বোরো ধান আবাদের জন্য বিঘা (৩০ শতক) প্রতি ৩৪-১৩-১৩-৪ কেজি করে যথাক্রমে ইউরিয়া, টিএসপি, এমওপি ও জিপসাম সার প্রয়োগ করতে হবে। রোপা আউশে বিঘা প্রতি ৬৭০ কেজি গোবর (শুকনো ওজন ভিত্তিতে) সহ মোট ১৯-১০-১০.৫-৪ কেজি করে ইউরিয়া, টিএসপি, এমওপি ও জিপসাম সার প্রয়োগ করতে হবে। রোপা আমন ধান আবাদে আউশের অনুরূপ মাত্রায় রাসায়নিক সার ব্যবহার করতে হবে। প্রযুক্তি কৃষি পরিবেশ অঞ্চল-২৮ এর ঢাকা, গাজীপুর, নরসিংদি, নারায়নগঞ্জ, টাংগাইল, ময়মনসিংহ এবং কিশোরগঞ্জ জেলার দো-আঁশ, এঁটেল দো-আঁশ মাটির জন্য উপযুক্ত।

### পতিত-রোপা আউশ-রোপা আমন

এ শস্য বিন্যাসের রোপা আউশ ধান চাষে বিঘা (৩০ শতক) প্রতি ২৫ কেজি ইউরিয়া, ১০ কেজি টিএসপি, ১০.৫ কেজি এমওপি, ৮.৫ কেজি জিপসাম এবং ৪০০ গ্রাম জিঙ্ক সালফেট সার প্রয়োগ করতে হবে। রোপা আমনে দস্তা ব্যতীত অন্যান্য পুষ্টি উপাদানগুলো রোপা আউশের অনুরূপ হারে প্রয়োগ করতে হবে। প্রযুক্তি কৃষি পরিবেশ অঞ্চল-২৮ এর ঢাকা, গাজীপুর, নরসিংদি, নারায়নগঞ্জ, টাংগাইল, ময়মনসিংহ এবং কিশোরগঞ্জ জেলার দো-আঁশ মাটির জন্য উপযোগী।

### সরিষা-বোরো-রোপা আমন

সরিষা আবাদের জন্য বিঘা (৩০ শতক) প্রতি ২২ কেজি ইউরিয়া, ১৭ কেজি টিএসপি, ৭ কেজি এমওপি, ৩ কেজি জিপসাম ও ৫৩৩ গ্রাম জিঙ্ক সালফেট সার প্রয়োগ করতে হবে। বোরো মওসুমে ফসফরাস ব্যতীত বিঘা প্রতি ২৬ কেজি ইউরিয়া, ১৬ কেজি এমওপি, ২১ কেজি জিপসাম ও ৪০০ গ্রাম জিঙ্ক সালফেট সার প্রয়োগ করতে হবে। রোপা আমন মওসুমে বিঘা প্রতি ৬৭০ কেজি গোবর (শুকনো ওজন ভিত্তিতে) সহ বিঘা প্রতি মোট ১৯ কেজি ইউরিয়া, ২০ কেজি টিএসপি, ৩ কেজি এমওপি এবং ৪০০ গ্রাম জিঙ্ক সালফেট সার প্রয়োগ করতে হবে। প্রযুক্তি কৃষি পরিবেশ অঞ্চল-৩ এর বৃহত্তর রংপুরের অধিকাংশ এলাকা, পঞ্চগড় ও দিনাজপুর জেলার পূর্বাংশ, উত্তর বগুড়া, জয়পুরহাট, নওগাঁ এবং রাজশাহী জেলার কিছু অংশের দো-আঁশ মাটির জন্য উপযোগী।

### বোরো-পতিত-রোপা আমন

বোরো ধান আবাদে বিঘা (৩০ শতক) প্রতি ৩৬ কেজি ইউরিয়া, ২০ কেজি টিএসপি, ২০ কেজি এমওপি এবং ১৭ কেজি জিপসাম সার প্রয়োগ করতে হবে। রোপা আমন মৌসুমে বিঘা প্রতি ২৪ কেজি ইউরিয়া, ১৩ কেজি টিএসপি, ১৩ কেজি এমওপি এবং ৮.৫ কেজি জিপসাম সার প্রয়োগ করতে হবে। প্রযুক্তি কৃষি পরিবেশ অঞ্চল-৩ এর বৃহত্তর রংপুরের অধিকাংশ এলাকা, পঞ্চগড় ও দিনাজপুর জেলার পূর্বাংশ, উত্তর বগুড়া, জয়পুরহাট, নওগাঁ এবং রাজশাহী জেলার কিছু অংশের দো-আঁশ মাটির জন্য উপযোগী।

### গম-পাট-রোপা আমন

গম আবাদে বিঘা (৩০ শতক) প্রতি ৩৬ কেজি ইউরিয়া, ১৭ কেজি টিএসপি, ২৫ কেজি এমওপি, ১৭ কেজি জিপসাম এবং ২০০ গ্রাম জিঙ্ক সালফেট সার প্রয়োগ করতে হবে। পাট চাষে বিঘা প্রতি ১৭ কেজি ইউরিয়া, ৭ কেজি টিএসপি, ১৬ কেজি এমওপি, ৮.৫ কেজি জিপসাম এবং ৪০০ গ্রাম জিঙ্ক সালফেট সার প্রয়োগ করতে হবে। রোপা আমনে বিঘা প্রতি ২৭-৭-১৬-৮.৫-০.৪০ কেজি করে যথাক্রমে ইউরিয়া, টিএসপি, এমওপি, জিপসাম ও জিঙ্ক সালফেট সার প্রয়োগ করতে হবে। প্রযুক্তি কৃষি পরিবেশ অঞ্চল-৩ এর বৃহত্তর রংপুরের অধিকাংশ এলাকা, পঞ্চগড় ও দিনাজপুর জেলার পূর্বাংশ, উত্তর বগুড়া, জয়পুরহাট, নওগাঁ এবং রাজশাহী জেলার কিছু অংশের দো-আঁশ মাটির জন্য উপযোগী।

### আলু-ভুট্টা-রোপা আমন

আলু ও ভুট্টা ফসল আবাদে বিঘা (৩০ শতক) প্রতি ৪০০ কেজি (শুকনো ওজন ভিত্তিতে) মুরগির বিষ্ঠা ব্যবহার করলে ফসফরাস ও সালফার সার প্রয়োগের প্রয়োজন নেই। কিন্তু আলু ফসলে কৃষি পরিবেশ অঞ্চল-৩ এর জন্য বিঘা প্রতি ২৩ কেজি ইউরিয়া, ৮

কেজি এমওপি, ৬ কেজি ম্যাগনেসিয়াম সালফেট এবং ১ কেজি বোরিক এসিড (বোরন সার) প্রয়োগ করতে হবে। কৃষি পরিবেশ অঞ্চল-২৮ এর জন্য বিঘা প্রতি ২২ কেজি ইউরিয়া ও ৭ কেজি এমওপি সার প্রয়োগ করতে হবে। অনুরূপভাবে কৃষি পরিবেশ অঞ্চল-৩ এ ভুট্টা ফসল আবাদের জন্য বিঘা প্রতি ৩৯ কেজি ইউরিয়া, ১১ কেজি এমওপি, ৪ কেজি ম্যাগনেসিয়াম সালফেট, ১ কেজি জিঙ্ক সালফেট এবং ১ কেজি বোরিক এসিড (বোরন সার) প্রয়োগ করতে হবে। কৃষি পরিবেশ অঞ্চল-২৮ এর জন্য বিঘা প্রতি ৩৯ কেজি ইউরিয়া, ৩ কেজি এমওপি এবং ১ কেজি বোরিক এসিড (বোরন সার) প্রয়োগ করতে হবে। রোপা আমনে কৃষি পরিবেশ অঞ্চল-৩ এর জন্য বিঘা প্রতি ১৯-২-৮-৬ কেজি করে যথাক্রমে ইউরিয়া, টিএসপি, এমওপি ও জিপসাম এবং কৃষি পরিবেশ অঞ্চল-২৮ এর জন্য বিঘা প্রতি ১৭-৭-৪-৪ কেজি করে যথাক্রমে ইউরিয়া, টিএসপি, এমওপি ও জিপসাম প্রয়োগ করতে হবে। এভাবে এ শস্য বিন্যাসে শতকরা ৩৬ ভাগ নাইট্রোজেন, ১০০ ভাগ ফসফরাস ও সালফার এবং ৭০ ভাগ পটাশিয়াম সাশ্রয় হয়। প্রযুক্তি কৃষি পরিবেশ অঞ্চল-৩ এর বৃহত্তর রংপুরের অধিকাংশ এলাকা, পঞ্চগড় ও দিনাজপুর জেলার পূর্বাংশ, উত্তর বগুড়া, জয়পুরহাট, নওগাঁ এবং রাজশাহী জেলার কিছু অংশ এবং অঞ্চল-২৮ এর ঢাকা, গাজীপুর, নরসিংদি, নারায়নগঞ্জ, টাংগাইল, ময়মনসিংহ এবং কিশোরগঞ্জ জেলার দো-আঁশ ও এঁটেল মাটির জন্য উপযোগী।